



140945 - এক তালবি ইল্ম নারীদরেক ইল্ম শক্সিা দতিে গয়িে নজিে তাদরে একজনরে সাথে বশিষে
সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন

প্রশ্ন

আমাদরে দেশে একজন তালবি ইল্ম আছে। তাঁর ইল্ম ভাল। তিনি আমাদরেক ইল্ম অর্জন, তাকওয়া, সুন্যাহর অনুসরণ ও আলমেদরে সাথে আদব মনে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। আমরা তাঁকে হকপন্থী সালাফী হিসেবে জানি। তিনি আমাদরেক দ্বীনরে খুঁটিনাটি যা কিছু শক্সিা দনে আমরা তাঁকে অনুসরণ করে চলি। কুরআনে কারীম ও রাসূল (সাঃ) এর হাদিস শক্সিদানরে জন্য তিনি সনদপ্রাপ্ত। যদিওবা আমরা উনার তাকলীদ করি, কনিতু তিনি আমাদরেক তাকলীদ না-করার প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি ফিতোয়ার ক্ষেত্রে অথবা নারী হিসেবে আমাদরে সাথে আচার আচরণরে ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করেন বলে আমমিনে করি। আমি তার জ্ঞান প্রচাররে ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রেখে থাকি। কনিতু দুঃখরে বিষয় হলো একজন মহিলা আমাকে অবহতি করছেন (আমার কাছে তাকে সত্যবাদী মনে হয়) যে, এই নারীর সাথে তার অবধৈ সম্পর্ক আছে। সটো সম্পূর্ণ গোপনে। আমি আবারও বলছি সম্পূর্ণ গোপনে। মহিলাটি জানাচ্ছেন যে, তিনি এ সম্পর্ককে বয়রে মাধ্যমে শরয়িতসম্মত রূপ দয়োর চেষ্টা করছেন। কনিতু নিজস্ব কিছু পরিস্থিতির কারণে তিনি সটো পারছেন না। পরতিপরে বিষয় হলো- তা সত্ববেও তিনি এ মহিলার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করেননি। তিনি বলছেন যে, তিনি পরবিশে তরী করার চেষ্টা করছেন। এমতাবস্থায়, আমরা কিতার কাছ থেকে ইলমে অর্জনে বরিত থাকব? তার দরসে বসা থেকে বরিত থাকব? শয়তান আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে, আমাকে বলছে- এই আলমে যা বলে তিনি নিজসে সো অনুযায়ী আমল করেন না। তার প্রতিটিকিতার মধ্যে শয়তান আমাকে সন্দেহে ফেলে দিচ্ছে। নাকি আমরা বলব- মানুষ মাত্রই গুনাহগার। হতে পারে এই গুনার কাছে তিনি হরে গেছেন। আমাদরে সাথে আচার ব্যবহারে তিনি আল্লাহকে ভয় করেন এটাই তো আমরা জানি। আর এ বিষয়টি একবোরো একটা গোপন বিষয়। গুটিকিতক মানুষ ছাড়া এ বিষয়টি কেউ জানে না। আমি যে, এ বিষয়টি জানি তিনি তা জানেন না। নবী ছাড়া তো নষিপাপ কেউ নহে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জবাব:

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

এ কথা সত্য যে, সকল গুনাহ থেকে মুক্ত এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকে মানুষরে গুনাহ রয়েছে। যে গুণার

বধিযটা শুধু সবে ব্যক্তি জানে এবং তার রবব জানে। এটাই বনী আদমরে প্রকৃত অবস্থা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলছেন, যে সত্‌বার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ যদি তোমরা গুনাহ না করত তাহলে আল্লাহ তোমাদের বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতেন যারা গুনাহ করত, আবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দতিনে। [সহীহ মুসলিম, ২৭৪৯]

কিন্তু এটাও সত্য যে, আল্লাহর বান্দাদের অবস্থা নারীদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানে নিয়োজিত এই তালবে ইলমের মত নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে বলেনঃ “আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। যাদের মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে তাদের উপর শয়তানের আগমন হওয়ার সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই তাদেরকে শয়তান ক্রমাগত ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না”। [সূরা আরাফ, ২০০-২০২] শাইখ ইবনে সাদী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কোন বান্দা গাফলতের দশা থেকে মুক্ত নয়। আর শয়তান বান্দার গাফলতের সুযোগ নেয়ার জন্য সীমান্ত প্রহরীর মত ওৎ পতে বসে আছে। যখনই সে সুযোগ পায় আল্লাহর বান্দার উপর চড়াও হয়। তাই এখানে আল্লাহ তাআলা পথচ্যুত মুতাকীদের আলামত উল্লেখ করছেন। যখন কোন মুতাকী বান্দার গুনাহর প্রতিদূর্বলতা প্রকাশ পায়, তনি শয়তানের প্ররোচনায় কোন হারাম কাজ করে ফলে অথবা কোন ওয়াজবি পরিত্যাগ করে ফলে সাথে সাথে তনি পর্যালোচনা করে বের করেন কোন পথ দিয়ে শয়তান তাকে প্ররোচিত করেছে, তাঁর উপর আল্লাহ যা ফরজ করছেন তা তনি স্মরণ করেন এবং ঈমানের অপরহির্য় দাবী কিতা তনি মনে করেন। তখনই তাঁর বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে এবং তনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান। তওবায় নাসুহ এর মাধ্যমে গুনার ক্ষতি পুষিয়ে নেন। এবং অধিক পরিমাণে নেকের কাজ করেন। এভাবে চরমভাবে নরাশ করে শয়তানকে প্রতিহত করেন। শয়তান যতটুকু ক্ষতি করতে পরেছে তনি এর চয়ে বেশী পুষিয়ে নেন। পক্ষান্তরে শয়তানের ভাইয়েরা, শয়তানের বন্ধুরা যখন কোন গুনাহে লিপ্ত হয় তখন তারা একের পর এক গুনাহে লিপ্ত হতে থাকে, গুনাহ থেকে তারা নরিস্ত হয় না। শয়তান যখন দেখতে পায় তারা গুনার প্রতি আসক্ত, মন্দ কাজে তাদের উৎসাহের কমতি নাই তখন শয়তান তাদের পছন্দ ছাড়ে না। [তাফসীরে সাদী, পৃঃ ৩১৩]

এই তালবে ইলমে কোন শ্রমের অন্তর্ভুক্ত!! মুতাকীদের দ্বারা কোন গুনাহ ঘটলে তারা যা করে সেকি তা করছে!! তার উচিত ছিল নিজেকে শুধরে নেয়া, তার বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হওয়া, নিজের অপরাধের ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া। সে তো মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষাদানে নিয়োজিত। মানুষ নরাপদ ভবে তাদের ময়েদেরকে তার কাছে জ্ঞান শখিতে দিয়েছে এবং নারীরাও তার নকিট থেকে জ্ঞান শখিকে নরাপদ মনে করেছে। এরপর সে এ ধরনের জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছে। রাখালের দায়িত্ব নেকেডের হাত থেকে পশুপালকে রক্ষা করা। কিন্তু রাখাল নিজের যদি নেকেডের চরিত্রে আবর্জিত হয় তাহলে কি ঘটবে!! তার উচিত ছিল নিজের দুর্বলতার রাস্তা চহিনতি করে ফতিনার গলপিথ চহিনতি করে সেটা বন্ধ করে দেয়া। শয়তানের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া। তার উচিত ছিল পুরুষদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা। পুরুষদেরকে দ্বীন শিক্ষাদানে রত হওয়া এবং নারীদেরকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব অন্যদের জন্য ছেড়ে দেয়া। কিন্তু সে তা না করে ফতিনার পথে এগিয়ে

গছে। অবধৈ সম্পর্ক ও অবধৈ যোগাযোগ অটুট রেখেছে- এগুলো সব গুন্যর কাজ। তার উচিত ছিল এগুলো পরহির করা এবং এর মূল ফটক বন্ধ করে দয়ো। অর্থাৎ নারীদরেকে শিক্ষাদান ও নারীদরে সাথে যোগাযোগরে রাস্তাটাই বন্ধ করে দয়ো- যহেতে সো নারীর প্রতি দুর্বল। উসামা বনি যায়দে (রাঃ) হতে বর্ণতি আছে, তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যো, “আমার পরবর্তীতে পুরুষরে জন্ম নারীর ফতিনার চয়ে কঠনি কোন ফতিনা আমরিখে যায়নি”।[সহীহ বোখারী (৪৮০৮) ও সহীহ মুসলমি (৬৮৮১)]

এই তালবে ইলমরে উচিত ছিল ফতিনার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া। কোন রাস্তা দিয়ে সো ফতিনাগ্রস্ত হচ্ছো তা চহিনতি করে সোটো বন্ধ করে দয়ো। কনিতু এই পথে চলতে থাকাটা তাকে আত্মপ্রবঞ্চতি করছে। তার দ্বীনদারকি হুমকরি সম্মুখীন করছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলছেন: যখন মুহাজিরগণ মদনিতো আগমন করলনে তখন অববাহতি সাহাবীগণরে জন্ম আলাদা গৃহরে ব্যবস্থা ছিল। ববাহতি সাহাবীগণরে বাসায় তারা থাকতনে না। এটি এজন্য অববাহতি সাহাবীগণ ববাহতি সাহাবীগণরে সাথে একত্রে বসবাস করলে এতে ফতিনার আশংকা রয়ছে। আগুন ও কাঠকে একত্রে রাখা যমেন পুরুষ ও নারীর একত্রতি হওয়াও তমেন।[ইস্তকিমা, পৃঃ ১/৩৬১]

তার এ অবধৈ সম্পর্ক সম্পূর্ণ গোপনে বলে আপনি উলখে করছেন। অবধৈ সম্পর্ক তো গোপনে রাখা ছাড়া কোন গত্যন্তর নহে। নাকি আপনি চান যো, সো তার প্রমেকিকো নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফরি করবে। আপনি এই হাদসিটি শুনুন, আমাদরে আশংকা হচ্ছো- না জানি সো এ হাদীসরে হুমকরি অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করনে যো, তিনি বলেন: আমি জানি কিয়ামতরে দনি আমার উম্মতরে মধ্যে একদল তহিমা পাহাড়রে মত শুভ্র নকে আমল নিয়ে হাজরি হবে। কনিতু আল্লাহ তাদরে সসেব নকে আমলকে লাপাত্তা করে দবিনে। সাওবান বললনেঃ হো আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আমাদরেকে তাদরে পরিচয় জানিয়ে দনি; যনে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদরে অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললনেঃ তারা তোমাদরেই ভাই, তোমাদরেই বংশধর। তারা তোমাদরে মত তাহাজ্জুদগুজার। কনিতু তারা নরিজনে নভিতো আল্লাহর নাফরমানীতে লপ্ত হয়।[ইবনে মাজাহ, হাদসি নং ৪২৪৫, আলবানী হাদসিটকি সহীহ বলছেন]

আমরা সন্দহোতীতভাবে বলতে চাই- আপনার জন্ম উপদশে হলো যহেতে আপনি এই অঘটনরে কথা জেনেছেন সুতরাং তার শিক্ষাগ্রহণ থেকে বরিত থাকুন। আপনি তার ক্লাসরে বদলে নরিভরযোগ্য আলমেদরে নকিট থেকে ইলম অর্জন করতে পারনে। এমনকি সোটো ওয়বে সাইটরে মাধ্যমও হতে পারে, ক্যাসটেরে মাধ্যমও হতে পারে, বইয়ের মাধ্যমও হতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ; ইলম অর্জনরে মাধ্যম প্রচুর। বরঞ্চ আপনার উচিত হবে আপনার বান্ধবীকে নসীহত করা সো যনে এই শিক্ষকরে সাথে সম্পর্ক ছহ্নি করে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে। পরবর্তীতে সো শিক্ষক যদি তাকে শরয়িত মোতাবেক বয়ি করতে চায় তাহলে প্রকাশ্যে সো যনে প্রস্তাব দিয়ে। যভোবে দ্বীনদার ও সম্ভ্রান্ত লোকরো প্রস্তাব দিয়ে থাকে। সো যনে বদেবীন লোকদরে মত ডুবে ডুবে পানি খায়। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় নারীদরেকে শিক্ষাদান থেকে বরিত থাকার



ব্যাপারে সঠিক শিক্ষককে কোন বার্তা পৌঁছানো যেন এমন কোন ইচ্ছা প্রদানের মাধ্যমে যে, তার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে। যাত্রে সঠিক কাজ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তার পাপের ভয়াবহতার ব্যাপারে সাবধান হয় তাহলে সঠিক করাটা ভাল। কিন্তু এতে যেন খবরকে ছড়াছড়ি না ঘটে এবং মানুষের কানামুখার ব্যাপার না ঘটে। কোননা কোন মুমনির দোষ গোপন রাখা শরয়ী দায়িত্ব। বিশেষতঃ এ ধরনের খবর প্রচারেরে কুফল অনেক বেশী এবং দ্বীনদার লোকদেরে দুর্নামের কারণ।